15th August Speech In Bengali

আজ ১৫ ই আগস্ট অর্থাৎ আমাদের দেশের স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস মানেই প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আবেগের একটি দিন। আজকের দিনে আমাদের দেশের প্রতিটা অলিতে গলিতে, স্কুল কলেজে, অফিস আদালতে গৌরবের সাথে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। দেশপ্রেমের আবেগে ভারতবাসীর মন আন্দোলিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশদের প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার হাত থেকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করেছিল। এবং বিশ্ব মানচিত্রে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশদের একটি শিক্ষা দিয়ে ভারত একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই দিনে নয়াদিল্লির লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তারপর থেকে প্রতিবছর আমরা স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় উৎসব হিসেবে উদযাপন করি। এই দিনটি সমগ্র ভারত জুড়ে অনেক আনন্দের সাথে উদযাপন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোটি কোটি বীর শহীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ব্রিটিশ শাসন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন ছিল। মহান বিপ্লবীদের রক্তে রাঙা আমাদের এই স্বাধীনতা। ভারতের মহান মুক্তি যোদ্ধারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ যারা জীবনের শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কঠিন লড়াই করেছিলেন। গান্ধীজি ছিলেন এক মহান নেতা যিনি ভারতীয়দের অহিংসার শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অহিংসার সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

নেতাজির মত চরমপন্থী বিপ্লবীরা মনে করতেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। তার স্লোগান ছিল 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। ১১ই আগস্ট ১৯০৮, হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছিলেন ১৮ বছরের এক যুবক, ক্ষুদিরাম বসু। আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না ভগৎ সিং -এর লড়াই এবং প্রাণ বিসর্জন। ভগৎ সিং -এর স্লোগান 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' অর্থাৎ 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। এছাড়াও মাস্টারদা সূর্য সেন, বালগঙ্গাধর তিলক, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বিনয়-বাদল-দীনেশ আরো অনেক শহীদের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের এই স্বাধীনতা। স্বাধীন আমাদের ভারতবর্ষ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারী শক্তিরও আত্মত্যাগ ছিল অনস্বীকার্য। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, বীণা দাস প্রমুখ সাহসী নারীরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এনেছিলেন এই স্বাধীনতা। অবশেষে দীর্ঘ বছরের সংগ্রামের পর 1947 সালের 15 ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে, এক শান্তির দেশ দিয়েছে যেখানে আমরা নির্ভয় সারারাত ঘুমাতে পারি। স্বাধীনভাবে ভাবার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া আরো অনেক কিছু দিয়েছে। আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের ছাড়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব ছিল। আমাদের কাছে এটি ছিল আমাদের শহীদদের কাছ থেকে স্বাধীন ভারতের একটি সুন্দর উপহার।

তাই স্বাধীন ভারতের একজন সুশিক্ষিত ও দায়িত্ববান নাগরিক হওয়ার জন্য আমাদের দায়িত্ব এই স্বাধীনতা রক্ষার। আজ আমরা সবাই স্বাধীন হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা আজও পরাধীন। তারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজের স্বাধীনতা পায় না। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আজকের দিনে এত কিছুর পরেও আমরা ধর্মের ভিত্তিতে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছি। এটা আমাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা দিতে হবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই। তবেই ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা সবসময় আমাদের দেশের সেবার জন্য কাজ করব এবং আমাদের দেশকে শক্তিশালী করে তুলবো।

বল বল বল সবে
শত বীণা বেনু রবে
ভারত আবার জগত সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

জয় হিন্দ বন্দেমাতরম।।

All PDF Collection
PDFSeva

Hi! We're PDFSeva. A dedicated portal where one can download any kind of PDF files for free, **with just a single click.**

PDFSeva.com